স্থানীয় সরকারের বর্তমান অবস্থা: আমরা কোথায়?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' (১৮ নভেম্বর, ২০০৯)

একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার – এটি দয়ার বিষয় নয়। বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও নির্বাচনের প্রাক্কালে তাদের 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। নবম জাতীয় সংসদ ইতোমধ্যে জেলা পরিষদ ছাড়া সবগুলো স্থানীয় সরকার স্তরের আইন প্রণয়ন করেছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকারের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যেই আজকের এ গোলটেবিল আলোচনা।

কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকে। এটি সুস্পষ্ট যে, নবম জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইনসমূহে এ সকল বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় নি। এ সকল আইনে অনেকগুলো গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। তবে সর্বাধিক ত্রুটিপূর্ণ হলো উপজেলা আইনটি। সংবিধানের ৯ ও ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, স্থানীয় সরকারের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও, উপজেলাতে মাননীয় সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ধরনের বিধান সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন – উক্ত অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের ওপর শুধুমাত্র 'আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফজলে কবীর জেলা মন্ত্রীর বিধান অসাংবিধানিক এ মর্মে রায় দিতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মাননীয় সংসদ সদস্যদের 'জেলা বা অন্যান্য প্রশাসনিক একাংশে উন্নয়ন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা ও দায়িত্ব নেই।' [আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ, ১৬বিটিএল(এইচসিডি) ২০০৮]

সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর 'স্থানীয় শাসনে'র ভার দেয়া হয়েছে। 'প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য,' 'জনশৃংখলা রক্ষা' এবং 'পাবলিক সার্ভিস' (জনকল্যাণমূলক সরকারি সেবা) ও 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' সুস্পষ্টভাবে স্থানীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল সেবামূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পরিচালনা করা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। তাই আইনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে আনা আবশ্যক। আরো আবশ্যক তাদেরকে স্থানীয় শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ প্রদান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আইনগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব বহুলাংশে বজায় রাখা হয়েছে। এছাড়াও আইনসমূহের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অদ্যাবধি সরকারি আদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে হস্তান্তর করা হয় নি। একইসাথে তাদের ওপর সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের আলোকে প্রয়োজনীয় দায়িত্বও অর্পণ করা হয় নি।

স্থানীয় সরকার আইনসমূহের আরেকটি ত্রুটি হলো যে, সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে নারীসহ সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও, আইনগুলোতে নারীদের ছাড়া অন্যদের প্রতিনিধিত্বের কোনো বিধান রাখা হয় নি। তবে বিদ্যমান সংরক্ষণ পদ্ধতিতে নারীদেরকে ক্ষমতার কাঠামোর বাইরেই রাখা হয়। এছাড়া জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের প্রতিনিধিত্ব সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ।

সংজ্ঞাগতভাবেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পর থেকে স্বাধীন। কিন্তু উপজেলা পরিষদে সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌর মেয়র ও ইউনিয়ন চেয়ার এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সদস্য করায়, এ সকল প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক স্বাধীন সত্ত্বার ধারণা প্রশ্নবিদ্ধ। এছাড়াও বর্তমানে কোনো কোনো এলাকায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের ইউনিয়ন পরিষদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয় সরকারের ওপর এমপি'দের নিয়ন্ত্রণ যেমন কাঙ্ক্ষিত নয়, তেমনিভাবে এক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর অন্য প্রতিষ্ঠানের খবরদারিত্বও সঙ্গত নয়।

স্থানীয় সরকার আইনসমূহের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে, এগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অনেকটা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়, যদিও কেন্দ্রীয়ভাবে আমাদের দেশে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রচলিত। এর মাধ্যমে এগুলো মূলত মেয়র বা চেয়ারম্যানসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, স্থানীয় সরকার আইনসমূহে ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। যেমন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাইস চেয়ারম্যানের বিধান রয়েছে, আবার অন্য প্রতিষ্ঠানে তা নেই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এমপিদের কর্তৃত্ব রাখা না হলেও, উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠিতেও ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।

স্থানীয় সরকার আইনসমূহের এ সকল সীমাবদ্ধতা ও অসামঞ্জস্যতার প্রেক্ষিতে সরকারকে এখন জরুরিভিত্তিতে কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। প্রথম উদ্যোগটি হওয়া প্রয়োজন মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে উপজেলা পরিষদ থেকে বিযুক্ত করে তাঁদেরকে সংসদকেন্দ্রীক কার্যক্রমে নিবিষ্ট করা। তবে সংসদ সদস্যদেরকে বাদ দিলেই, পরিষদ কার্যকর হয়ে যাবে না – এর জন্য আরও অনেকগুলো পরিবর্তন প্রয়োজন। দ্বিতীয় উদ্যোগটি হওয়া উচিত জেলা পরিষদের আইনটি সংশোধন করে জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান। তৃতীয় উদ্যোগ হওয়া উচিত আইনসমূহের তফসিলে বর্ণিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় বাজেটসহ সংশ্লিষ্ট পরিষদে জরুরিভিত্তিতে হস্তান্তর করা। একইসাথে একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিক ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব ও সম্পদ হস্তান্তর করা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হওয়া উচিত আইনগুলোতে সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা। সামঞ্জস্যতা আনতে হবে: আইনের উদ্দেশ্য, গঠন, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা, অর্থবহ নারী প্রতিনিধিত্ব, অনাস্থা, তথ্য প্রদানের বিধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে। একইসাথে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেয়া এবং এর মাধ্যমে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচিকে বেগবান করা ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সকল শাস্তিমূলক উদ্যোগ নিষ্পন্ন করা। এ জন্য স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়াও জরুরি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর করতে হলে এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আনতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন হলফনামার মাধ্যমে তাদের আয়-ব্যয়, সম্পদ, দায়-দেনা, অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিধান। তাহলেই জনগণ জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে, ফলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ আইনে অনেকগুলো ইতিবাচক দিক রয়েছে, যার একটি হলো ওয়ার্ড সভার বিধান। ওয়ার্ড সভাকে কার্যকর করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, জনঅংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে জনসম্পৃক্ততায় স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের এবং সরকারি সেবাপ্রাপ্তির উপকারভোগী চিহ্নিতকরণের। এভাবেই জনগণকে ক্ষমতা প্রদানের আকাঙ্ক্ষা সমুন্নত হবে এবং দায়বদ্ধ ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে উঠবে।

স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকারের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান	জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ	পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও নারীদের অর্থবহ অন্তর্ভুক্তিকরণ	স্বায়ত্তশাসিত বা 'সেলফ গভর্নিং'	প্রত্যেকটি স্তর অন্য স্তর থেকে স্বাধীন (নিয়ন্ত্রিত নয়)	জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা	'স্থানীয় শাসন' পরিচালনার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব
ইউনিয়ন পরিষদ আইন	প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয় জন সাধারণ সদস্য ও তিন জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। (ধারা: ১০)	প্রতিটি ওয়ার্ডে বছরে কমপক্ষে দুইটি ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে। (ধারা: ৫ ও ৬)	ওয়ার্ড সভাসমূহে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও নারীদের অংশগ্রহণ অর্থবহ নয়। (ধারা ৫ ও ৬)	আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রয়েছে, যা সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন: স্ট্যান্ডিং কমিটির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ডিসির অনুমোদন, বাজেট সংশোধনের ক্ষমতা ইউএনও'কে প্রদান ইত্যাদি। (ধারা: ৪৫ ও ৫৭)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের উপজেলা পরিষদের সদস্য করার বিধান থাকায় এ সম্পর্কে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।	ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। (ধারা: ৬ ও ৫৮)	পরিষদের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়-দায়িত্বসহ কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়নি। 'স্থানীয় শাসন' পরিচালনার লক্ষ্যে সংবিধানের ৫৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দায়-দায়িত্বও অর্পণ করা হয়নি। (ধারা: ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯ ও ৬৫)
উপজেলা আইন	নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুইজন ভাইস চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউপি চেয়ার, পৌরসভার মেয়র এবং মোট ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের নিয়ে গঠনের বিধান থাকলেও, উপজেলা পরিষদে এমপিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। (ধারা: ৬ ও ২৫)	এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান রাখা হয়নি।	এ ব্যাপারে আইনে কিছু বলা হয় নি।	এ ব্যাপারে আইনে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। বরং প্রণীত আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদকে সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্বাধীন করা হয়েছে। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আমলাদের হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। (ধারা: ২৫ ও ৩৮)	আইনে এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা না থাকলেও, উপজেলা পরিষদ অন্যান্য স্থানীয় সরকারের স্তরগুলো থেকে স্বাধীন বলেই মনে হয়।	আইনে উপজেলা পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার বিধান রাখা হলেও, জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার কোনো বিধান রাখা হয় নি।	আইনে উপজেলার ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়-দায়িত্বসহ কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উপজেলা পরিষদের আওতায় ন্যাস্ত করা হয়নি। যা সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের মূল চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। (ধারা: ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৪৪)
সিটি কর্পোরেশন আইন	প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনসমূহে কাউন্সিলরগণ সমন্বয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠনের বিধান রয়েছে।	এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান রাখা হয় নি।	এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান রাখা হয় নি।	সাধারণভাবে সিটি কর্পোরেশনকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হলেও, আইনে স্পষ্ট করে কথাটি উল্লেখ করা হয় নি। বরং আইনে কোনো কোনো	আইনে এভাবে কিছু উল্লেখ করা না থাকলেও সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য স্থানীয় সরকারের স্তরগুলো থেকে	আইনে সিটি কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার বিধান রাখা হলেও জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার কোনো বিধান রাখা হয় নি।	আইনে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়-দায়িত্বসহ কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়নি। যা সংবিধানের

	(ধারা: ৫)			ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখা হয়েছে। (ধারা: ৭৬, ৯৯, ১০০ ও ১০২)	স্বাধীন বলেই মনে হয়।	(ধারা: ৪৩, ৭৭ ও ৭৮)	'প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান'-এর চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। (ধারা: ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫০ ও ৮২)
পৌরসভা আইন	আইনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র, সংশ্লিষ্ট সকল ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনসমূহে কাউন্সিলরগণ সমন্বয়ে পৌরসভা গঠনের বিধান করা হয়েছে। (ধারা: ৬)	এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান রাখা হয়নি।	এ ব্যাপারে আইনে কিছু বলা হয় নি।	সাধারণভাবে পৌরসভাকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হলেও, আইনে তা উল্লেখ নেই। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। (ধারা: ৮৫, ৮৭ ও ৯২)	আইনে এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা না থাকলেও, সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য স্থানীয় সরকারের স্তরগুলো থেকে স্বাধীন বলেই মনে হয়।	আইনে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতার বিধান রাখা হলেও জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার কোনো বিধান নেই। (ধারা: ৫২, ৯২ ও ৯৩)	আইনে পৌরসভার ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়-দায়িত্বসহ কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পৌরসভার অধীনে ন্যাস্ত করা হয়নি। যা সংবিধানের 'প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান'-এর চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। (ধারা: ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ও ৯৮)

আইনসমূহে সামঞ্জস্যতা

উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ	ইউনিয়ন পরিষদ আইন	উপজেলা আইন	সিটি কর্পোরেশন আইন	পৌরসভা আইন
কার্যাবলী	সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়াদি – প্রশাসন ও সংস্থাপন, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনকল্যাণমূলক সেবা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন – বহুলাংশে পরিষদের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (ধারা: ৪৭)	সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উল্লেখিত বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে পরিষদের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উল্লেখিত বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উল্লেখিত বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে পৌরসভার কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
পরিষদের গঠন	ইউনিয়ন পরিষদ আইনে উপজেলা পরিষদের মত কোনো ভাইস চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়নি।	চেয়ারম্যান ছাড়াও উপজেলা পরিষদ আইনে দু'টি ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।	সিটি কর্পোরেশনে উপজেলার মত কোনো ডেপুটি মেয়র পদ নেই।	পৌরসভায় সিটি কর্পোরেশনের মত কোনো ডেপুটি মেয়র পদ নেই।
যোগ্যতা-অযোগ্যতা হলফনামা – তথ্য প্রদান, নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচোনোত্তর	**যোগ্যতা:** যোগ্যতা নির্ধারণের বিষয়টিতে অন্যান্য স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। (বয়স, নাগরিকত্ব ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিবেচনায় সকল স্তরেই যোগ্যতার বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে।) **অযোগ্যতা:** ইউনিয়ন পরিষদ আইনে অনেকগুলো অতিরিক্ত বিষয়কে (যেমন: নির্বাচনী অপরাধ) অযোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।	**যোগ্যতা:** বিষয়টি অন্যান্য স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। **অযোগ্যতা:** অযোগ্যতার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা আইনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ থাকলেও উপজেলা আইনে সেগুলোর উল্লেখ নেই। যেমন: উপজেলা পরিষদের নিকট গৃহীত ঋণ অনাদায়ী থাকলে বা দায়-দেনা থাকলে, নিরীক্ষা	**যোগ্যতা:** বিষয়টি অন্যান্য স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। **অযোগ্যতা:** অযোগ্যতার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন আইনটি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে বিদেশী অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থার প্রধানদের পদত্যাগের বিধান, সরকারের সথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে ঋণ খেলাপের বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদ	**যোগ্যতা:** বিষয়টি অন্যান্য স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। **অযোগ্যতা:** বিষয়টি সিটি কর্পোরেশনের আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (ধারা: ১৯) **নির্বাচনের পূর্বে তথ্য প্রদান:** প্রত্যেক মেয়র বা কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করবেন যে

	নির্বাচনের পূর্বে: অযোগ্য নন হলফনামার মাধ্যমে এমন ঘোষণা করতে হবে। (ধারা: ২৬) প্রার্থীদের আট-তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা রহিত করা হয়েছে। **নির্বাচন পরবর্তী সম্পদের হিসাব প্রদান:** নির্বাচন পরবর্তী শপথ গ্রহণের পূর্বে সম্পদের হিসাব দেবার বিধান রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনে উল্লেখিত অর্থ পরিশোধ না করলে, আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসেবে ঘোষিত হলে, এমনকি কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য হবেন মর্মে আইনে কোনো বিধান রাখা হয়নি। (ধারা: ৮) প্রার্থীদের আট-তথ্যের বিধান অধ্যাদেশে থাকলেও আইনে তা রহিত করা হয়েছে। **নির্বাচন পরবর্তী সম্পদের হিসাব:** আইনে এ ধরনের বিধান রাখা হয়েছে।	ও উপজেলা আইনে না থাকলেও সিটি কর্পোরেশন আইনে রয়েছে। (ধারা: ৯) **নির্বাচনের পূর্বে তথ্য প্রদান:** প্রত্যেক পদের প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করবেন যে, উপরোল্লেখিত ধারা অনুযায়ী তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নন। প্রার্থীদের আট-তথ্যের বিধান অধ্যাদেশে থাকলেও আইনে তা রহিত করা হয়েছে। **নির্বাচন পরবর্তী সম্পদের হিসাব:** আইনে এ ধরনের বিধান রাখা হয়েছে।	উপধারা (২) এর অধীন তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নহেন । **নির্বাচন পরবর্তী সম্পদের হিসাব:** আইনে এ ধরনের বিধান রাখা হয়েছে।
অনাস্থা প্রস্তাব	অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। কমপক্ষে নয় জন সদস্যের ভোটে অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হবে। বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা আইনেও সন্নিবেশিত হয়েছে। (ধারা: ৩৯)	অন্যান্য স্তরে অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়টি সন্নিবেশিত থাকলেও উপজেলা আইনে অনাস্থা প্রস্তাবের বিষয়টি রাখা হয়নি।	আইনে অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান রাখা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেয়া হয়েছে। যা দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হবে। (ধারা: ১৪)	আইনে অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান রাখা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দেয়া হয়েছে। যা দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হবে। (ধারা: ৩৮)
অপসারণ	চেয়ারম্যান বা সদস্যগণকে শর্তসাপেক্ষে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা অপসারণের বিধান রাখা হয়েছে। অত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখা হয়েছে। (ধারা: ৩৪)	ইউনিয়ন পরিষদের মত একই বিধান রাখা হয়েছে। (ধারা: ১৩)	ইউনিয়ন পরিষদের মত একই বিধান রাখা হয়েছে। (ধারা: ১৩)	ইউনিয়ন পরিষদের মত একই বিধান রাখা হয়েছে। (ধারা: ৩২)
তথ্য প্রদান	তথ্য প্রদানের বিধান করা হয়েছে তবে জনস্বার্থের অজুহাতে তথ্য গোপনের সুযোগ থেকে যাবে। (ধারা: ৭৮, ৭৯, ৮০ ও ৮১)	বর্তমানে তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হলেও উপজেলা পরিষদ আইনে এ ধরনের কোনো বিধান রাখা হয় নি। ফলে এই আইনকে কোনোক্রমেই সময়োপযোগী বলা যায় না।	আইনে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নথিপত্রের তথ্য প্রদান না করার বিধান থাকায় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার থেকে জনগণ বঞ্চিত হতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের মত এই আইনে নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে কোনো ধরনের জরিমানার বিধান রাখা হয়নি। তবে আইনে 'তথ্য সরবরাহ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে কর্পোরেশন প্রবিধান করিতে পারিবে' মর্মে বলা হয়েছে। (ধারা: ১১০)	আইনে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নথিপত্রের তথ্য প্রদান না করার বিধান থাকায় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার থেকে জনগণ বঞ্চিত হতে পারে। আইনে জরিমানার বিষয়টিও উল্লেখ নেই পাশাপাশি প্রবিধান করারও কোনো বিধান রাখা হয়নি। (ধারা: ১১২)
নাগরিক সনদ	নাগরিক সনদ প্রকাশের বিধান রয়েছে। তবে সনদে উল্লেখিত অঙ্গীকার লঙ্ঘনের ফলাফল কি হবে তা আইনের কোথাও বলা হয়নি। (ধারা: ৪৯)	নাগরিক সনদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও উপজেলা আইনে তা সন্নিবেশিত হয় নি।	ইউনিয়ন পরিষদের ন্যায় একই ধরনের বিধান সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে রয়েছে। (ধারা: ৪৪)	ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় একই ধরনের বিধান পৌরসভার ক্ষেত্রে রয়েছে। (ধারা: ৫৩)

- লেখাটি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন: দিলীপ কুমার সরকার, বিধান চন্দ্র পাল ও সানজিদা হক বিপাশা